ঝিনাইদহে বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত

‘টেকসই উন্নয়নে পর্যটন’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত হয়েছে। জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শনিবার সকালে কালেক্টরেট চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা। এতে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুবীর কুমার দাশ, ঝিনাইদহ রিপোটার্স ইউনিটিরি সভাপতি এম এ কবিরসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, ঝিনাইদহ শুধু কৃষি ও শিল্পের জন্য নয়, সংস্কৃতি ও পর্যটনের জন্যও সমৃদ্ধ জেলা। এখানে রয়েছে বারো আউলিয়ার মাজার, কেপি বসুর বাড়ি, গাজী কালুচম্পাবতির মাজার, কোটচাঁদপুরের রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত স্থান, কালী নদী, লালন শাহের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার এবং নানা লোকজ সংস্কৃতি। এসবকে সংরক্ষণ ও আধুনিকভাবে উপস্থাপন করতে পারলে ঝিনাইদহ দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্র হতে পারে।

তারা আরও বলেন, টেকসই পর্যটন শুধু অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে না, বরং স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষাতেও সহায়ক হবে। এজন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণ ও তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে।

মেহেরপুরে বিশ্ব পর্যটন দিবস

পালন

মেহেরপুরে বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৫ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভার আগে জেলা প্রশাসন চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ আবদুল ছালাম সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, টুরিস্ট পুলিশের পরিদর্শক আরিফুল ইসলাম, জেলা বাস মালিক সমিতির আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন ও জেলা রেস্তোর মালিক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি প্রমুখ।

কালের সাক্ষী কাথুলির মঠ

মেহরেপুরের গাংনী উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তি কাথুলি প্রামের পাশেই মাঠের মধ্যে হাজার বছরের ঐতিহ্য এই প্রাচীন মঠটি। এখানে এখন আর আর পূজা-প্রার্থনা হয় না। প্রাচীন এই মঠটিতে এখনো পুরাতন মনকাড়া পোড়ামাটির নকশা খচিত কারুকার্য নিয়ে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সংস্কারের অভাবে দিন দিন বিলুপ্তির পথে দৃষ্টিনন্দন এই মন্দিরটি।
দৃষ্টিনন্দন এ মন্দীরটি দেখতে হলে মেহেরপুর জেলা শহরের কাথুলি মোড় থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার উত্তরে সড়ক পথে ইজিবাইক, লেগুনা ও ভ্যান যোগে পৌছানো সম্ভব। সাথে বোনাস থাকবে ভারতীয় সীমান্তের কাটাতারের বেড়া।
ছবি ও ক্যাপশন জুলফিকার আলী কানন

আবহমান বাংলার চিরায়ত রুপ

সারা বছর যারা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে. শক্ত হাতে লাঙ্গল ধরে কঠিন মাটির বুকে সোনার ফসল ফলায়। তারা আমাদের দেশের কৃষক। তাদের শ্রমে ও ঘামে মানুষের খাদ্য উৎপাদন হয়।
তাইতো কবি বলেছেন,
“গাহি তাহাদের গান,
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান”
আবহমান বাংলার চিরায়ত রুপের এই ছবিটি মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার চোখতোলা মাঠ থেকে তোলা হয়েছে।
ছবি ও ক্যাপশন জুলফিকার আলী কানন